দৈনিক ইনকিলাব 196

তারিখ 18 DEC 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

উপজেলা পরিক্রমা

রংপুর সদর

18 DEC 1986

।। সংবাদদাতা ।।

উপমহাদেশের অন্যতম ইসলাম প্রচারক হজরত মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রঃ) এবং হজরত শাহজালাল বোখারী মাহিসওয়ার (রঃ) সহ আরও অনেক পীর-আউলিয়ার পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত পুণ্য ভূমি রংপুর সদর উপজেলা।

এই উপজেলা তথা জেলার শিক্ষা সংস্কৃতি, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র রংপুর শহরের নামকরণের পিছনে ঐতিহাসিক কারণ নিহিত রয়েছে। কথিত আছে, এখানে কোন এক রাজার রংমহল ছিল বলে এই স্থানের নাম রংপুর। আবার এই জেলায় এককালে প্রচুর নীল রং-এর চাষ হত বলে রংপুর নাম হয়েছে বলেও প্রচলিত ধারণা রয়েছে।

ঐ উপজেলার উদ্বোধন হয় ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। উপজেলা পৌরসভাসহ ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। আয়তন ১২৩ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ৩ লাখ ৮৫ হাজার ৪৯৩ জন।

যাতায়াত

ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়ক এই উপজেলার বুক ছুঁয়ে উত্তর-দক্ষিণে চলে গেছে। এটিসহ জেলা ও উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভার মোট ৭০ মাইল পাকা রাস্তা রয়েছে এই উপজেলায়। কাঁচা রাস্তা রয়েছে জেলা পরিষদের ১৩২ মাইল এবং উপজেলা পরিষদের ১৭১ মাইল। এইগুলো ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার অধীনে ৩১০ মাইল কাঁচা রাস্তা রয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এই উপজেলায় উত্তর বঙ্গের ঐতিহ্যবাহী কারমাইকেল কলেজসহ ৩টি সরকারী কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে ১টি সরকারী মহিলা কলেজ। বেসরকারী কলেজ রয়েছে ৪টি। আরও রয়েছে, ১টি মেডিকেল কলেজ, হোমিওপ্যাথিক কলেজ, বি,এড, কলেজ, ল' কলেজ, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট।

এ উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৩৭টি। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬টি, মাদ্রাসা ৮টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩৮টি।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এই উপজেলায় ১টি বেতার কেন্দ্র ও ১টি টেলিভিশন উপকেন্দ্র রয়েছে। তাজ হাটের নারিকেল বীথি পরিবেষ্টিত রাজবাড়ীতে স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ। রংপুর শহরের উপকণ্ঠে ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কে নির্মিত হয়েছে একটি সুদৃশ্য আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল।

কৃষিজাত পণ্য

তামাক, ধান, পাট, আঁখ এই উপজেলার প্রধান ফসল। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে আলু, সরিষা ও বিভিন্ন শাক-সবজি উৎপন্ন হয়।

কল-কারখানা

উত্তরবঙ্গের অন্যতম জেলা শহর সত্ত্বেও এখানে শিল্প ও কল-কারখানার তেমন প্রসার ঘটেনি। তামাকপ্রসিদ্ধ অঞ্চল হলেও এখানে তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ কিংবা তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের কোন বড় ধরনের শিল্প কারখানা নেই। বি,টি,সি'র একটি তামাক ক্রয় কেন্দ্র রয়েছে মাত্র। পাট ক্রয়ের জন্য আলম নগর ও মাহীগঞ্জ এলাকায় বেশ ক'টি সরকারী ক্রয়কেন্দ্র রয়েছে

আলু সংরক্ষণের জন্য বছর কয়েক আগে কয়েকটি হিমাগার স্থাপিত হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় চাল কল রয়েছে মাত্র একটি। অতিসম্প্রতি ব্যক্তি মালিকানায় ১টি টেক্সটাইল মিল স্থাপিত হয়েছে। উপজেলা কমপ্লেক্স সন্নিকটে বিসিক শিল্প নগরীতে গড়ে উঠছে কিছু ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সংস্কৃতি ও ক্রীড়া

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রংপুর গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী। রংপুর স্টেডিয়াম ও জিমনেসিয়াম এই উপজেলা তথা জেলার খেলাধুলার কেন্দ্র বিন্দু। এ ছাড়াও রয়েছে, অনেকগুলো ক্রীড়া সংস্থা।

রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী, টাউন হল, রংপুর সাহিত্য পরিষদসহ অনেকগুলো সাংস্কৃতিক সংগঠন এই উপজেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সব সময়ই মুখরিত করে রাখছে।

সংবাদপত্র

পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও রংপুর ঐতিহ্যের অধিকারী। ১৮৪৭ সালে এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে রংপুর 'বার্তাবহ' নামে একটি সাপ্তাহিকী, এর পরে 'রংপুর দর্পণ' নামে অপর একটি সংবাদপত্র দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে 'দৈনিক দাবানল' এবং 'সাপ্তাহিক' 'আলোর সন্ধানে' নামে দু'টি সংবাদপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। রংপুর সাহিত্য পরিষদ দীর্ঘদিন থেকে "রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা" নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা ত্রৈমাসিকভাবে প্রকাশ করে আসছে। এছাড়াও বেশ ক'টি অনিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে।